কৃষি সুপারিশ

৩০শে অক্টোবর - ১ লা নভেম্বর, ২০২১ (১২-১৪ ই কার্ত্তিক ১৪৩০)

আমন ধান- ব্যাকটিরিয়া জনিত ধ্বসা রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত জমির কৃষকগণ প্রয়োজনবোধে ভ্যালিডামাইসিন ৩% প্রতি লিটার জলে ৩ মিলি অথবা স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন ৯০:১০ এসপি. ১ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে পারেন।

এছাড়া আমন ধানে খোলা পচা রোগ দেখা দিতে পারে, এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। রোগের লক্ষণ দেখা গেলে ভ্যালিডামাইসিন ৩% ৩ মিলি বা প্রোপিকোনাজোল ২৫% ০.৭৫ মিলি বা ক্রেসোক্সিম মিথাইল ৪৪.৩% এস. সি. ১ মিলি বা পেনসাইকিউরন ২২.৯ % এস. সি. ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।

এই সময় বাদামি বা হলদে রং এর ছোটো ছোটো শোষক পোকা দলবদ্ধ ভাবে গাছের গোড়ায় বসে রস চুষে খায় এবং গাছের গোড়া পঁচে যায়। লক্ষ্য না রাখলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এক্ষেত্রে, গুছি প্রতি বাদামি শোষকের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষেতে বন্ধু পোকা যেমন, মাকড়সা, বোলতা, মিরিড বাগ ইত্যাদির সংখ্যাও দেখে নিয়ে ওষুধ প্রয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজন হলে ক্লোরোপাইরিফস ১.৫% ডিপি অথবা অ্যাসিফেট ০.৭৫ গ্রাম বা অ্যাসিফেট ২৫% + ফেনভেলারেট ৩% ১ মিলি বা থায়োমিথোক্সাম ২৫% ডব্লুজি. ০.৫০ গ্রাম বা পাইমেথ্রোজিন ৫০ % ডব্লুজি. ০.৬০ গ্রাম বা বুপ্রোফেজিন ২৫% এসসি. ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।

কলাই- এই সময়ে হলদে কুটে রোগ দেখা যেতে পারে, পাতায় হলদে মোজাইক রোগ দেখা যায় ও পাতা কুঁকড়ে যায়। গাছের বৃদ্ধি ব্যহত ও ফুল-ফল কম হয়।সাদা মাছি নামক বাহক পোকা দমন করতে হবে। সাদা মাছি দমনের জন্য মিথাইল ডিমেটন ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

খরিফ ভূট্টা - ভূট্টায় **ফল আর্মি ওয়ার্ম** নামক লেদা পোকার আক্রমন দেখা গেলে নোভালিউরোন + ইমামেকটিন বেনজোয়েট মিশ্রণ ১.৭৫ মিলি বা ইমামেকটিন বেনজোয়েট ৮ গ্রাম অথবা স্পিনেটোরাম ০.৫মিলি প্রতি লিটার জলে অথবা ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল ৪.৫ মিলি প্রতি ১০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। **পাতা ধ্বসা** - লম্বাকার বা ডিম্বাকার ফ্যাকাশে বড় দাগ পাতায় দেখা যায় ও শেষে পাতা শুকিয়ে যায়। প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম জিনেব বা ১.৫ মিলি হেক্সাকোনাজোল গুলে স্প্রে করতে হবে।

শ্বেত সরিষা - উপযুক্তজাতগুলি হল- বিনয় (বি-৯), সুবিনয়, ঝুমকা।ক্যাপটান ৫০% ২.৫ গ্রাম বা থাইরাম ৭৫% ২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।কার্তিকের দ্বিতীয় সপ্তহের মধ্যে বীজ বুনলে সর্বাধিক ফলন পাওয়া যায়। একর প্রতি ২ টন জৈব সার ও ৬ কেজি অ্যাজোফস দিন। সেচযুক্ত এলাকায় শেষ চাষে একরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফরাস ও ১০ কেজি পটাশ সার দিন।

কার্ত্তিকের ৩ য় সপ্তাহের মধ্যে **রাই সরিষার** জাত যেমন এন আর সি এইচ বি-১০১, পুসা মাস্টার্ড-২৫, পুসা মাস্টার্ড-২৬, পুসা মাস্টাড মেহেক ইত্যাদি জাত লাগানো যায়।সমস্ত কার্তিক মাস জুড়ে হাইব্রিড সরিষার জাত যেমন কে-৫১১১,কে-৫১০০,কেষরী গোল্ড, জে কে এম এস -৮৫৩২,জে কে এমএস -৮৫৯৬, ইত্যাদি জাত লাগানো যায়।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষিঅধিকর্তা,পশ্চিমবঙ্গসরকার-এর

পক্ষে

যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (জনসংযোগ, তথ্য ও সম্প্রচার), পশ্চিমবঙ্গ